দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

কি চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর বিভিন্ন বিভাগে বেশ কিছু আসন খালি রেখেই প্রথম বর্ষের ভর্তি বন্ধ করে রেখেছেন এবং তারপর স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করছেন। এমনি একটি অবৈধ ভর্তি ধরা পড়েছে লোক প্রশাসন বিভাগে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ডীনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। উপাচার্যের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একজন ছাত্রের "বিশেষ সুযোগ দানের" একটি আবেদন পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিল উক্ত ভর্তির অনুমোদন দেন। মজার ব্যাপার হল একাডেমিক কাউন্সিলে ঐ ছাত্রের আবেদনপত্র পেশ করলেন কোন পক্ষ? সংশ্লিষ্ট ডীন এব্যাপারে কিছুই জানেন না। অন্যদিকে প্রশ্ন থেকে যায়, একাডেমিক কাউন্সিলে, এরূপ আবেদনপত্র পেশ করার বিধি আছে কি? যদি থাকে তাহলে অন্যান্য ছাত্রকেও কেন আবেদন করার আহ্বান জানানো হল না? আর যদি না থাকে তাহলে একজন ছাত্রের ভর্তির অনুমোদন দেয়া হল কিভাবে? এরূপ আরো বহু জটিল প্রশ্নের উত্তরে যা বেরিয়ে আসবে তাহল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলে এ অবৈধ ভর্তি করানো হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা মহল বিশেষকে খুশী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণ প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে আহত করবে।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও কলুষমুক্ত থাকার স্বার্থে এ অবৈধ ভর্তি প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

হোসাইন মোহাম্মদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।